Advanced International Journal for Research (AIJFR)
E-ISSN: 3048-7641 ● Website: www.aijfr.com ● Email: editor@aijfr.com

চার্বাক ও ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঐক্য

Dhatri Ghosh

PhD scholar, Philosophy Department, Seacom Skills University, Birbhum
Email: dhatrighosh1993@gmail.com

ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে বোঝানো হয়, জ্ঞান লাভের অন্যতম একটি প্রধান মাধ্যম। প্রত্যক্ষ হলো এমন একটি জ্ঞান লাভের পদ্ধতি যা ইন্দ্রিয় দ্বারা সরাসরি উপলব্ধি হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলতে বোঝায় যাকে সরাসরি অনুভব করা যায়। যেমন-রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ। বস্তু ইন্দ্রিয় ,মন ও আত্মা পরস্পর সংযুক্ত হলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান সৃষ্টি হয়। ভারতীয় দর্শনে সকল প্রমাণের ভিত্তি রূপে প্রত্যক্ষ প্রমানকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যা অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমানের ভিত্তি রূপে অন্যতম।

ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায় যা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের মূল ধারণা গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে কাজ করে। প্রমাণের বিভিন্ন সংখ্যা ও পদ্ধতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হওয়ার কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় গ্রন্থ প্রধানত ছটি প্রমাণ কে জ্ঞান লাভের অন্যতম মাধ্যম ও সত্যের সঠিক পথ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। যাদের মধ্যে অন্যতম তিনটি কেন্দ্রীয় এবং তা সর্বজন স্বীকৃত। তাদের মধ্যে প্রধান হল- প্রত্যক্ষ ,অনুমান এবং শব্দ। প্রায় বেশিরভাগ ভারতীয় দার্শনিক এই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রমাণ কে অতীত ও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছেন।

হিন্দু গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান মূলত দুই প্রকার - বাহ্যিক প্রত্যক্ষ ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ। 'বাহ্যিক প্রত্যক্ষ' পাঁচটি বাহ্যইন্দ্রিয় ও তার গ্রাহ্য জাগতিক বিষয় বা বস্তু সমূহের সন্নিকর্ষের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। অপরপক্ষে' অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষ' বলতে বোঝানো হয় মন দ্বারা উপলব্ধ বিষয়। হিন্দু দর্শনে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় ছটি প্রমাণের মধ্যে এক বা একাধিক প্রমাণ কে বৈধ বা নিশ্চিত জ্ঞানতত্ত্বের আওতায় নিয়ে আসেন। যেমন - 'চার্বাক দর্শন 'কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি জ্ঞান লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে ন্যায় দর্শন প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন যা ন্যায় সূত্রের ১/১/৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে ---

" প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।।"

সাংখ্য, যোগ,বিশিষ্টাদ্বৈববেদান্ত, যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য তিনটি প্রমাণ কে গ্রহণ করেন যথাক্রমে - প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রাভাকর মীমাংসক পাঁচটি প্রমাণ স্বীকার করে অপরপক্ষে-ভাট্টমীমাংসক ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন। এই সকল দার্শনিকদের দর্শন আলোচনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষকে অন্যতম প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। এখন প্রত্যক্ষ সম্পর্কে চার্বাক মত আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে তাদের মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব তা আলোচনা করা যেতে পারে।

চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ

চার্বাক দর্শনকে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাদের মতে - "প্রত্যক্ষম্ একৈব প্রমাণম্" - অর্থাৎ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ চার্বাক দর্শনে কেবল সেই জ্ঞানকেই গ্রহণযোগ্য হিসাবে ধরা হয়,যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা সরাসরি যার উপলব্ধি সম্ভব এক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিকরা প্রত্যক্ষ বলতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে বুঝিয়েছেন এখানে ইন্দ্রিয় বলতে বুঝতে হবে কেবলমাত্র বাহ্য ইন্দ্রিয়। বাহ্যইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ,ত্বক) দ্বারা লব্ধ প্রত্যক্ষকেই চার্বাক দার্শনিকরা গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ রূপে স্বীকার করে অনুমান, উপমান ,শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ কে চার্বাক দার্শনিকরা খন্ডন করেন। চার্বাক দর্শন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থ লক্ষ্য করলে দেখা যায় ,চার্বাক নামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদীতা এই শব্দটি অঙ্গাঙ্গিভাবে ভাবে যুক্ত রয়েছে। লৌকিক মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান চক্ষুর মাধ্যমে লাভ করা যায়।

কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় এর অর্থটি সম্পূর্ণ পৃথক। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যেকোনো একটির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে পারে। যেমন - চোখ দিয়ে যেমন কোন ফুলকে দেখা হয়। তেমনি ত্বকের সাহায্যে ফুলটিকে স্পর্শ করা হয় এবং নাকের সাহায্যে গন্ধ উপভোগ করা হয়। অর্থাৎ চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যতম হলেও কর্ণ ,নাসিকা, জিহ্বা ,ত্বক এই ইন্দ্রিয়গুলিও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আহরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

চার্বাক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণের সপক্ষে কতগুলো গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়,যেখানে চার্বাকদের প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়' গ্রন্থে বলা হয়েছে – 'এতাবানেব লোকহয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ' এছাড়া 'সর্বমতসংগ্রহ' গ্রন্থে বলা হয় যে – "প্রত্যক্ষৈব প্রমানবাদিনো।" বস্তুবাদী রূপে চার্বাক দার্শনিকদের বক্তব্য অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের বক্তব্যের বিরোধী। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতে পঞ্চভূতের সমন্বয়ে জগৎ গঠিত (ক্ষিতি,অপ,তেজ,মরুৎ এবং ব্যোম্) কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাক দার্শনিকগণ চারটি উপাদানের স্বীকৃতি দেন সেগুলি যথাক্রমে ক্ষিতি,অপ তেজ ও মরুৎ। ব্যোয বা আকাশকে তারা গ্রাহ্য করে না, কেননা তাদের মতে ব্যোম বা আকাশ জ্ঞান প্রত্যক্ষের মাধ্যমে গৃহীত হয় না। চতুর্ভুত অতিরিক্ত অন্য কিছু তাদের অনুমোদন লাভ না করায় তাদের মতে চারটি ভূতদ্রব্যের সমন্বয়ে দেহ ইন্দ্রিয় এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে তথ্যসংগ্রহ পঞ্জিকাৎগ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় কমল শীল একটি উদ্ধৃতি করেন। তা হল "তৎসমুদায়ে বিষয়েন্দ্রিয় সংজ্ঞা।"

চার্বাক দার্শনিক ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ,শব্দকে প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেও কেবল চার্বাকরাই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ বলে উল্লেখ করেন। কেননা তাদের মতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া যে অপরোক্ষ অনুভব সেই অনুভবকে বলা হয়ে থাকে প্রত্যক্ষ। চার্বাকরা প্রত্যক্ষের আলোচনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাটির অর্থের বিশ্লেষণ করেছেন –

প্রত্যক্ষ হল সরাসরি অনুভব। অনুভব বলতে বোঝানো হয় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়র সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন - চক্ষু দ্বারা গোলাপ ফুলের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রথমে চক্ষু সঙ্গে গোলাপ ফুলের সন্নিকর্ষ হয় এটিই হলো সাক্ষাৎ অনুভব। উল্লেখ্য যে - স্মৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষের পার্থক্যের জন্য অনুভব শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যই বলা হয় স্মৃতি সংস্কার জন্য এবং প্রত্যক্ষ অনুভব জন্য।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে সম্যক অনুভব। 'সম্যক' কথাটির অর্থ যা সংশয় শূন্য ও বিপর্যয় শূন্য জ্ঞান। যেমন-দূরে অবস্থিত বস্তুটি পুরুষ না স্থানু ? এই ধরনের যে জ্ঞান তা হবে সংশয় জ্ঞান।প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কোন প্রকার সংশয় থাকবে না। আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মিথ্যা হবার সম্ভাবনাও থাকে না। মিথ্যা জ্ঞানকেই বলা হয় বিপর্যয় জ্ঞান। কাজেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে বিপর্যয় শূন্য জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষ অনুভব। অপরোক্ষ অনুভব বলতে বোঝানো হয়, যে অনুভবটি অন্য কোন অনুভবের উপর নির্ভরশীল নয়। আবার পূর্বার্জিত কোন অনুভবের উপর নির্ভরশীল নয় তাই হলো অপরোক্ষ অনুভব। যেমন - মাটির ঘটকে দেখে সেই ঘট সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। আত্মা, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর ও পরলোক প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না।তাই চার্বাক মতে সেগুলি অনুভবযোগ্য না হওয়ায় সেগুলির কোন অস্তিত্ব নেই।কাজেই বলা যায় চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ।

কাজেই স্বীকার করা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎলব্ধ জ্ঞান যার যথার্থতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক প্রত্যক্ষকে অন্যান্য প্রমাণের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে মনে করেছেন। কেননা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে বাদ দিয়ে অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ সম্ভব নয়। সব প্রমাণ যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল তাই চার্বাক মতে" প্রত্যক্ষই প্রমাণ।"

চার্বাক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলা যেতে পারে –

প্রত্যক্ষকে যদি অপরোক্ষ সম্যক অনুভব বলা হয়ে থাকে তাহলে ভ্রম প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা কিভাবে চার্বাক দার্শনিকরা করবেন ? এ বিষয়ে চার্বাক দার্শনিকরা বলেন ভ্রম প্রত্যক্ষ প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রত্যক্ষই নয়। কেননা তাদের মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার গ্রাহ্য

বিষয়ের সংযোগের ফলে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ে কোনো সংযোগ থাকে না সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। ভ্রম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে (রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে সর্প না থাকায়) বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সংযোগ হতে পারে না। কাজেই চার্বাকরা বলেন ভ্রম কোন প্রত্যক্ষই নয়। এক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত আলো, দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতা, যথাযথ দূরত্ব ইত্যাদির কারণে অবিদ্যমান বস্তুকে সেক্ষেত্রে বিদ্যমান বলে মনে করা হয়ে থাকে।

ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ

অপরপক্ষে ভারতীয় যুক্তিবাদের মূল ভিত্তি হল ন্যায় দর্শন। ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ব বা প্রমাণ তত্ত্বের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন ন্যায় দর্শন। ন্যায় দর্শনের মোট চারটি জ্ঞান লাভের উপায় এর কথা বলা হয়ে থাকে - সেগুলি হল প্রত্যক্ষ, অনুমান ,উপমান এবং শব্দ। এগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ হল সর্বপ্রথম মৌলিক প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এর সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে নব্য নেয় ও প্রাচীনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রাচীন নই আইন মহর্ষি গৌতম তার 'ন্যায় সূত্র'(১.১.৪) গ্রন্থেই প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন – "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নংজ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যং অব্যাভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"- অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও তার গ্রাহ্য বিষয়ে থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যা নির্ভুল সুস্পষ্ট কোনরূপ শব্দ সমষ্টির দ্বারা ব্যাখ্যাথ হয় না, এবং যা নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে তাকেই বলা হয় প্রত্যক্ষ। গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে তার অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে - **ইন্দ্রিয়** বললে বুঝতে হবে ৫ টি বাহ্য এবং অন্তরীন্দ্রিয় মন। বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য পদার্থের এবং অন্তর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। **অর্থ** বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের জ্ঞান দেয় বিষয়।

"**সন্নিকর্ষ**" বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার অর্থ বা বিষয়ের এক প্রকার সংযোগ বা সম্পর্ক। "**অব্যপদেশ্যং**" শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের অযোগ্য কেননা তা নিজেই প্রমাণস্বরূপ। "**অব্যভিচারী**" শব্দটি হলো ব্যভিচারের বিপরীত। "ব্যভিচার" শব্দের দ্বারা মিথ্যা এবং ভ্রম জ্ঞান কে বোঝায়। "**ব্যবসায়**" শব্দের অর্থ হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন বিষয় সম্পর্কে সর্বদাই নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।

নব্য নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষের লক্ষণটি গৌতমের প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ এর থেকে সর্বাপেক্ষা লঘু লক্ষণ। তারা গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণকে স্বীকার করেননি, কেননা, তাদের মতে গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি স্বীকার করলে একটি দোষ দেখা দেবে। দোষটি হল উক্ত লক্ষণটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। ঈশ্বর যেহেতু নিরাবয়ব তাই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ হওয়ার কোন প্রশ্নই থাকতে পারেনা। নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "জ্ঞানাকরণকংজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" - অর্থাৎ যে জ্ঞানের অন্য কোন করণ নেই সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অনুমতি জ্ঞানের করণ ব্যপ্তিজ্ঞান, উপমিতি জ্ঞানের করণ সাদৃশ্য জ্ঞান এবং শব্দ জ্ঞানের করণ পদজ্ঞান।

নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে দুটি ভাবে ভাগ করেছেন নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং সবিকল্পক জ্ঞান। **বিকল্প** শব্দের অর্থ হলো বিশেষণ। বিশেষণ বলতে বোঝায় নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া অর্থাৎ যা কোন বস্তুকে বিশেষিত করে। নির্বিকল্পক জ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তার তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন –"নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকং" -যে জ্ঞনে কোন প্রকার বা বিশেষণ থাকে না সেই জ্ঞানকে বলা হয় নির্বিকল্পক জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞান নিজের বিষয়ীভূত পদার্থের কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে না বুঝিয়ে উক্ত পদার্থের বিশেষণ বর্জিত বস্তুকে বোঝায় সেই জ্ঞানই হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। যেমন দূরে গোল গোল কমলা রঙের বস্তুকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু বস্তুটি যে আসলে কমলালেবু তা জানা যায় না এক্ষেত্রে অবিশিষ্ট পদার্থ রূপে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। দীপিকা টীকায় নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে – "বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধানবগাহি জ্ঞানং নির্বিকল্পকং" অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞানটি বিশেষণের সাথে যুক্ত কোন বিশেষ্য রূপে প্রকাশিত হয় না কাজেই বলা যায় নির্বিকল্পক জ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ্য বিশেষণ এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ এ প্রসঙ্গে আবার কেউ কেউ বলেন-"বালমূকাদিসদৃশং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্।" অর্থাৎ বালকের বস্তুর নাম না জানার জন্য এবং মূকব্যক্তির বাকশক্তিহীনতার জন্য উভয়ের জ্ঞান যেমন শব্দ দ্বারা প্রকাশযোগ্য হয় না তেমনি বিশেষণ বর্জিত বস্তুটির বোধক একটিও শব্দ না থাকার জন্য নির্বিকল্পক জ্ঞান ও প্রকাশযোগ্য নয়।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয় – "সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকং" –অর্থাৎ বিশেষণ বা প্রকার বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হলো সবিকল্পক জ্ঞান। যেমন– এটি হয় একটি ঘট। 'ঘট' হলো বিশেষ্য এবং 'ঘটত্ব' হল বিশেষণ। ঘটত্ব বিশেষণের দ্বারা ঘট বিশেষ্যক বস্তুর প্রত্যক্ষ হলো সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। দীপিকাটীকায়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়– "নামজাত্যাদিবিশেষণবিশেষ্য সম্বন্ধানবগাহি জ্ঞানং সবিকল্পকং" – অর্থাৎ নাম,জাতি ও বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের যে প্রকার সম্বন্ধে থাকে সে সম্বন্ধ প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বলা হয় সবিকল্পক জ্ঞান। যেমন "বাদামি টেবিল" এক্ষেত্রে টেবিল পদার্থটি কে বাদামি পদার্থের দ্বারা বিবেচিত করে জানা যায়।

নব্যনৈয়ায়িক মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ

ন্যায়সূত্র গ্রন্থে মহর্ষি গৌতমের প্রত্যক্ষের লক্ষণে ব্যবহৃত অব্যপদেশ্যম্ ও ব্যবসায়াত্মকম্ শব্দ দুটিকে বাচস্পতি মিশ্র তার ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য টীকা গ্রন্থে যথাক্রমে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক অর্থে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, অন্নংভট্ট, জয়ন্তভট্ট প্রমুখ বাচস্পতি মিশ্রর এই মত সমর্থন করেছেন। উল্লেখ্য, নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক এই দুই প্রকার জ্ঞানকে বাচস্পতি মিশ্র যথাক্রমে আলোচন ও অধ্যাবসায় বলেছেন। যেহেতু ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের অব্যবহিত পরেই একটি অপ্রকাশযোগ্য, অস্পষ্ট বস্তু মাত্রের জ্ঞান হয়ে থাকে। এরপর ওই একই বিষয়ের একটি প্রকাশযোগ্য জ্ঞান হয়ে থাকে। অব্যপদেশ্যম্

অন্নংভট্ট নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন "নিষ্প্রকারকম্ জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্" ।দীপিকাতে, অন্নংভট্ট নির্বিকল্পক জ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে বলেন বিশেষণ বিশেষ্য সম্বন্ধানবগাহি জ্ঞানম্। যেহেতু এই প্রকার জ্ঞানের বিষয় কোন ধর্মের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে জ্ঞানে ভাসমান হয় না।

নব্যন্যায় দার্শনিকরা প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা গৌতমের প্রত্যক্ষের লক্ষণের তুলনায় সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী লক্ষণ। গঙ্গেশোপাধ্যায় তার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন –" ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জাতং জ্ঞানমব্যপদেশ্যম ব্যভিচারি চ প্রত্যক্ষম্।" এরূপ লক্ষণের অন্তর্গত তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জাত, অব্যভিচারী ও অব্যপদেশ। গঙ্গেশোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষকে একই সঙ্গে লক্ষ্য করে প্রত্যক্ষের অন্য আরেকটি লক্ষণ দিয়েছেন "জ্ঞানাকরণকমজ্ঞানং প্রত্যক্ষ।"

নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তার ন্যায়সূত্র ভাষ্যে প্রত্যেক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন – "ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজাতমব্যপদেশ্যম্ ব্যভিচারি চ জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।" প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করন অন্য জ্ঞান নয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অকরণক না প্রত্যক্ষই হলো সাক্ষাৎ অনুভব বা সাক্ষাৎ প্রতীতি। অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি জ্ঞান যেমন অন্য জ্ঞান নির্ভর। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিন্তু সেই অর্থে অন্য জ্ঞান নির্ভর নয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ নয় বরং সাক্ষাৎ অনুভব হলো প্রত্যক্ষের লক্ষণ। যেমন ঠিক দুপুর বারোটার সময় আকাশে সূর্যের উপস্থিতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান যা অকরণক।

চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষের সীমাবদ্ধতা

চার্বাক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে একটি সংকীর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। সেটি হল মূলত চার্বাকদের প্রমাণ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। কেননা, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকেই যথার্থ জ্ঞান লাভের একমাত্র প্রমাণের উৎস বলে গ্রহণ করেছেন।এই কারণেই বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় ও পন্ডিতগন চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ এই আখ্যা দিয়েছেন।

যে সকল কারণে চার্বাকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল –

১.চার্বাকরা প্রত্যক্ষ ব্যতীত উপমান,শব্দ,অনুমান ইত্যাদি প্রমাণ স্বীকার করেন না। কেননা, তাদের মধ্যে এই প্রমাণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। একমাত্র প্রত্যক্ষই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমান।

২.চার্বাকরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাঁচটি বাহ্যইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তু বা ঘটনাগুলো উপলব্ধি করা যায়(চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা, স্পর্শ) কেবল সেগুলোকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন মানসিক জ্ঞান বা অন্তইন্দ্রিয়ের জ্ঞান স্বীকার করেন না। মন বা আত্মাকে তারা স্বতন্ত্র সত্তা বলে স্বীকার করেন না।

৩.চার্বাকরা এটাও স্বীকার করেন যে ,ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অনেক সময় ভ্রান্ত হতে পারে। যেমন – রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় প্রতারণা করে থাকে।

৪.কিন্তু চার্বাকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই – চার্বাকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে সংকীর্ণ বলে মনে করলেও বাস্তবে তা বৈজ্ঞানিক চিন্তার পূর্বসূরী এবং যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও অনুমান নির্ভর যুক্তিকে চার্বাকরা বর্জন করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে তারা বাস্তবতা, স্পষ্টতা ও অনুভবযোগ্যতাকে গ্রহণ করেছেন। তাই বলা যায়, চার্বাক দার্শনিকদের যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত মতামত তা সীমায়িত বা সংকীর্ণ হতে পারে না। তা হলো একপ্রকার বিশুদ্ধ ও বিচক্ষণ জ্ঞানের আহ্বান।

ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সীমাবদ্ধতা

ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে চার্বাক, বৌদ্ধ, মীমাংসক দার্শনিকদের মত উল্লেখযোগ্য। চার্বাক ও বৌদ্ধ দার্শনিকরা ন্যায় দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যে সমালোচনা তুলে ধরেছেন তা হলো সংজ্ঞাবৃত্তিক সমালোচনা। চার্বাক দার্শনিকরা বলেন– নৈয়ায়িকদের "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" এই সংজ্ঞাটি সংকীর্ণ। কেননা বিভিন্ন আন্তজ্ঞান (সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা) প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হলেও তার ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় না। বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেন যে, নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অতিব্যাপ্তি দোষে যুক্ত হতে পারে। কেননা, এক্ষেত্রে তাহলে ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ রূপে গণ্য করতে হবে। বৌদ্ধরা এটাও বলেন যে, নৈয়ায়িক রা প্রত্যক্ষের যে বিভাগ দেখিয়েছেন সেখানেও নির্বিকল্পক জ্ঞানের বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। যদি তা জ্ঞান হতো তাহলে তার সঙ্গে কোন না কোন ধারণা যুক্ত হত। মীমাংসক দার্শনিকরা নৈয়ায়িকদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, জ্ঞান সর্বদা অবিশিষ্ট এবং বিশিষ্ট এই দুই এর মিলিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে জ্ঞান কে দু ভাগে ভাগ করা অযৌক্তিক। এছাড়া নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় অপ্রয়োজনীয় কিছু শর্ত যোগ করা হয়েছে ।

এই সকল সমালোচনা থাকার সত্ত্বেও বলা হয় যে, ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে মুখ্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সুসংহত ভাবে ব্যাখ্যা করা এবং জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করাই হলো নৈয়ায়িকদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

মেলবন্ধন ও উপসংহার

পরিশেষে চার্বাক ও ন্যায়দর্শনে প্রধান প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই গ্রহণ করেছেন। যদিও তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয় –

চার্বাক ও ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্পর্কে অমিলগুলি নিম্নরূপ :

১. চার্বাকরা একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেই অন্যতম প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন কিন্তু ন্যায় দার্শনিকরা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অতিরিক্ত অনুমান ,উপমান ও শব্দকেও স্বীকার করেছেন ।

২. চার্বাক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেহেতু ইন্দ্রিয়সিদ্ধ জ্ঞান, সেহেতু তারা প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ করেননি, অপরপক্ষে নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষকে বিশদভাবে বিভক্ত করেছেন । যথাক্রমে নির্বিবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিবিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ ।

৩. সর্বোপরি বলা যায় ,চার্বাকদের অভিজ্ঞতাবাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু নৈয়ায়িকদের যুক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত।

চার্বাক ও ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্পর্কে যে মিল পরিলক্ষিত হয় সেগুলি নিম্নরূপ :

১.চার্বাক ও ন্যায় উভয় দর্শনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান বলে মেনে নিয়েছেন অর্থাৎ তাদের মতে ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সংযোগ থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় ।

২.উভয় দার্শনিকদের মতে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এবং অন্যসব প্রমাণ (অনুমান, উপমান, শব্দ) প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল ।

৩.উভয় মতে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান মনের কোন কল্পনা নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাস্তব জগতের সঙ্গে এক প্রকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে ।

৪.উভয় সম্প্রদায় মনে করেন, মানুষের জ্ঞানের মূল উৎসই হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ।

চার্বাকদর্শন ও ন্যায়দর্শনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে যেমন কয়েকটি ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে, তেমনি মৌলিক মিল রয়েছে। চার্বাক দার্শনিকরা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। অপরদিকে নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু উভয় দর্শনই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে প্রাথমিক এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। যার দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।

তথ্যসূত্র (References)

১) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র. ভারতীয় দর্শন. বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃষ্ঠা. ৭৭-৭৯, ১৪৮,১৪৯.
২) চক্রবর্তী, নীরোধবরণ. ভারতীয় দর্শন. মিনার্ভা লাইব্রেরী, ২০১৯, পৃষ্ঠা. ১৪৫ - ১৫৬.
৩) বাগচী, দীপকুমার. ভারতীয় দর্শন. প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৬৭, ১২৯, ১৫৭- ১৭০.
৪) চট্টোপাধ্যায়, লতিকা. চার্বাক দর্শন (রূপরেখা). নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭.
৫) গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত. চার্বাক দর্শন. আবভাস প্রকাশক, ২০১০.